যুগান্তর

তারিখ 16 JUN 2012
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

কোচিং তাহলে বৈধ!

কোচিং সরকারের শিক্ষানীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও একে বৈধতা দেয়া হচ্ছে।

অভিভাবকসহ জনমত যখন প্রবলভাবে কোচিংয়ের বিরুদ্ধে, তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিংকে বৈধতা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, কোচিংয়ের ফি পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, কোচিংসংক্রান্ত একটি নীতিমালা দ্রুত কার্যকর করতে নির্দেশ দেয়া হবে। এই নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকরা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে না পারলেও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে পড়াতে পারবেন। অবশ্য এজন্য বিষয়টি প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে অবহিত করতে হবে। প্রণীত খসড়া নীতিমালায় নিজ প্রতিষ্ঠানের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ১২টি ক্লাস নেয়া যাবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য মহানগর এলাকায় ৩০০ টাকা, জেলা পর্যায়ে ২০০ টাকা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৫০ টাকা নেয়া যাবে। এ অর্থের ১০ ভাগ পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন তৈরিসহ আনুষঙ্গিক খরচ ও সহায়তাকারী কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ স্কুলে কেটে রাখা হবে।

কোচিং নিয়ে যে নীতিমালা কার্যকর করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তা নিয়ে অভিভাবকসহ সমাজের সচেতন মহল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আমরাও এ ধরনের নীতিমালা যাতে কার্যকর করা না হয়, সে ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোচিংয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। অথচ জনমতের প্রতি তোয়াক্কা না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিংয়ের বৈধতা দেয়ারই উদ্যোগ নেয়নি শুধু, এমনকি কোচিং ফিও নির্ধারণ করে দিচ্ছে। যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, সেই মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত আশা করা যায় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি বছর শিক্ষকদের হাজার হাজার কোটি টাকা বেতন-ভাতা দিচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে, এর বিনিময়ে শিক্ষকরা ক্লাসে ঠিকমতো শিক্ষাদান করছেন কিনা তা তদারক করা এবং না করলে তা নিশ্চিত করা। কিন্তু তা না করে বরং কোচিংকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের অগণিত অভিভাবককে জিম্মি করে ফেলা হচ্ছে। এমনিতেই শিক্ষক সমাজ ক্লাসরুমের পরিবর্তে কোচিংয়েই বেশি আগ্রহী। তারা ক্লাসরুমে নামেমাত্র পাঠদান করে থাকেন। তাদের অনেকেরই সকালটা শুরু হয় কোচিং দিয়ে, স্কুলে তারা যান বিশ্রাম নিতে, তারপর সন্ধ্যা ও রাতে শুরু হয় আবার কোচিং। শিক্ষকদের এই দায়িত্বহীনতা রোধকল্পে প্রয়োজন ছিল কোচিংয়ের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা। কিন্তু কাজ হল উল্টো! কোচিং শুধু মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকদের জন্য একটি বাড়তি চাপই নয়, এটা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাও নষ্ট করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার পথও প্রশস্ত করে এই কোচিং। অর্থাৎ যে কোন বিচারে কোচিং প্রথা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক দুষ্ট প্রক্রিয়া, যা শিক্ষাব্যবস্থাকে করছে কলুষিত।

আমরা অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, কোচিং সরকারের শিক্ষানীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও একে বৈধতা দেয়া হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে সরকারের ঘোষিত নীতিমালার বরখেলাপ। এটা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপে অথবা তাদের সঙ্গে দফা-রফার মাধ্যমে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তা হয়ে থাকলে দুর্নীতিমুক্ত, পরিচ্ছন্ন শিক্ষামন্ত্রী বিতর্কিতই হবেন। আমরা আশা করব, কোচিংসংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষে তা বাতিল করার উদ্যোগ নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।